স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৪৬.১৯- ৬২৬

তারিখঃ ২৪ কার্তিক ১৪২৬ / ৩০-১০-২০১৯

বিষয়ঃ ডা: ফারজানা মাকসুরাত (১১১৬৮৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাভার, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডা: ফারজানা মাকসুরাত (১১১৬৮৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাভার, ঢাকা বদলিকৃত কর্মস্থল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ডুমুরিয়া, খুলনায় যোগদান না করে গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

৩০/১০/১৯
(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডা: ফারজানা মাকসুরাত (১১১৬৮৩)
জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী)
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাভার, ঢাকা।
(স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম:- হারকলি, পো: পাগলাপীর, রংপুর সদর, রংপুর)
(বর্তমান ঠিকানা: ৯৮১ সেলিমা গার্ডেন, মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা।)

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৪৬.১৯- ৬২৬/১(৭)

তারিখঃ ৩০/১০/২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)।
৪। সিভিল সার্জন, ঢাকা/খুলনা।
৫। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা/ডুমুরিয়া, খুলনা।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৭। অফিস কপি।

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

<u>অভিযোগ বিবরণী</u>

আপনি ডা: ফারজানা মাকসুরাত (১১১৬৮৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাভার, ঢাকা বদলিকৃত কর্মস্থল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ডুমুরিয়া, খুলনায় যোগদান না করে গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

০৩/১০/১৯

(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৪৭.১৯- ৬২৪

তারিখঃ ১৪ কার্তিক .১৪২৬
৩০.১০ .২০১৯

বিষয়ঃ ডা: ফারজানা ইসলাম (৪২৭১২), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী সংযুক্ত কমলাপুর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডা: ফারজানা ইসলাম (৪২৭১২), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী এর কমলাপুর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকার সংযুক্তির আদেশ বাতিল করার পরেও তিনি পূর্বের মূল কর্মস্থল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ীতে যোগদান না করে গত ০৮/০৭/২০১৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

৩০/১০/১৯
(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডা: ফারজানা ইসলাম (৪২৭১২)
জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোয়ালন্দ রাজবাড়ী
সংযুক্ত কমলাপুর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৪৭.১৯- ৬২৪/১(৮) তারিখঃ ৩০.১০ .২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)।
৪। সিভিল সার্জন, রাজবাড়ী।
৫। তত্ত্বাবধায়ক, কমলাপুর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা
৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গোয়ালন্দ রাজবাড়ী
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৮। অফিস কপি।

৩০/১০/১৯
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা: ফারজানা ইসলাম (৪২৭১২), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী এর কমলাপুর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকার সংযুক্তির আদেশ বাতিল করার পরেও তিনি পূর্বের মূল কর্মস্থল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ীতে যোগদান না করে গত ০৮/০৭/২০১৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৮.২০১৮ ৬২৫ তারিখঃ ১৪ কার্তিক ১৪২৬
৩০.১০ ২০১৯

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম ভূইয়া (১২২৮৫১),সহকারী সার্জন (ইএমও), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সখিপুর, টাঙ্গাইল গত ০৯.০৭.২০১৩ খ্রিঃ হতে ০২.০৩.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১২.০৬.২০১৮ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৮.২০১৮-১৯৪ নং স্মারকমূলে ১ম কারণ-দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ০৬.০৩.২০১৯ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৮.২০১৮-১১৫ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ০৩.০৯.২০১৯ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১০৭.৩৪.০০৭.১৯-১১১ নম্বর স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৬.১০.২০১৯ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৯ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম ভূইয়া (১২২৮৫১), সহকারী সার্জন (ইএমও), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সখিপুর, টাঙ্গাইলকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৯.০৭.২০১৩ থেকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৮.২০১৮- ৬২৫/১(১৪) তারিখঃ ৩০.১০ .২০১৯

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (বিষয়টি কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পিডিএস-এ সংরক্ষণ করার জন্য)।
৪। উপসচিব (পার-১/২/৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণের জন্য)।
৬। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৭। সিভিল সার্জন, টাঙ্গাইল।
৮। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সখিপুর, টাঙ্গাইল।
১০। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সখিপুর, টাঙ্গাইল।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
১২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম ভূইয়া (১২২৮৫১),সহকারী সার্জন (ইএমও), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সখিপুর, টাংগাইল।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ সি/১৫৮, ব্লকশসি, ৩য় তলা, লালকুটি, মিরপুর-১, ঢাকা)।
১৪। অফিস কপি।

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৫.১৯- ৬২৬

তারিখঃ ২৪ কার্তিক ১৪২৬
৩০.১০ ২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ এস. এম.আক্তারুজ্জামান (৪২৭৯১), সিনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারি, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া, এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ এস. এম.আক্তারুজ্জামান (৪২৭৯১), সিনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারি, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশন প্ল্যানের আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ভূত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ এস. এম.আক্তারুজ্জামান (৪২৭৯১)
সিনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারি
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৫.১৯- ৬২৬/১(৮)

তারিখঃ ৩০.১০ ২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপসচিব, পার-১/২/৩ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৫। সিভিল সার্জন, কুষ্টিয়া
৬। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৮। অফিস কপি।

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ এস. এম.আক্তারুজ্জামান (৪২৭৯১), সিনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারি বিভাগ, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশন প্ল্যানের আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৫.১৯- ৬২৭

তারিখঃ ২৪ কার্তিক ১৪২৬
৩০.১০ ২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ আবু সালেহ মোঃ মুসা কবির (১১৩৪৩২), জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ আবু সালেহ মোঃ মুসা কবির (১১৩৪৩২), জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশন প্ল্যানের আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ আবু সালেহ মোঃ মুসা কবির (১১৩৪৩২)
জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৫.১৯- ৬২৭/১(৮)

তারিখঃ ৩০.১০ .২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপসচিব, পার-১/২/৩ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৫। সিভিল সার্জন, কুষ্টিয়া
৬। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৮। অফিস কপি।

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

<u>অভিযোগ বিবরণী</u>

আপনি ডাঃ আবু সালেহ মোঃ মুসা কবির (১১৩৪৩২), জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশন প্ল্যানের আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

০১।১০।২১

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৫.১৯- ৬২৮

তারিখঃ ২৪ কার্তিক ১৪২৬
৩০.১০ ২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ মোঃ আব্দুল মোমেন (৪২৩৫৯২), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, কুষ্টিয়া এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোঃ আব্দুল মোমেন (৪২৩৫৯২), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, কুষ্টিয়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশন প্ল্যানের আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

৩০/১০/১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ মোঃ আব্দুল মোমেন (৪২৩৫৯২)
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
সদর, কুষ্টিয়া।

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৫.১৯- ৬২৮/১(৭)

তারিখঃ ৩০.১০ ২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপসচিব, পার-১/২/৩ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৫। সিভিল সার্জন, কুষ্টিয়া
৬। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া
৭। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, কুষ্টিয়া
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৯। অফিস কপি।

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মোঃ আব্দুল মোমেন (৪২৩৫৯২), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, কুষ্টিয়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশন প্ল্যানের আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৫.১৯- ৬২৭

তারিখঃ ২৪ কার্তিক.১৪২৬
৩০.১০ .২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ তাপস কুমার সরকার (১১২৪৬৩), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ তাপস কুমার সরকার (১১২৪৬৩), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশন প্ল্যানের আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ভূত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ তাপস কুমার সরকার (১১২৪৬৩)
আবাসিক মেডিকেল অফিসার
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৫.১৯- ৬২৭/১(৮)

তারিখঃ ৩০.১০ .২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপসচিব, পার-১/২/৩ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৫। সিভিল সার্জন, কুষ্টিয়া
৬। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৮। অফিস কপি।

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ তাপস কুমার সরকার (১১২৪৬৩), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশন প্ল্যানের আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব